যুগান্তর

JUL 0 1 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা - 4 কলাম ... ৬ ...

ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি

ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের ইস্যুটিকে এখন আর কেবল প্রস্তাব পেশ ও বক্তৃতা বিবৃতি এবং প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। এই ইস্যুতে থামিয়া থামিয়া পাল্টাপাল্টি মতামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর যে ধারা চলিয়া আসিতেছে উহার একটি সুষ্ঠু ও ন্যায্য অবসান প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদের সমাপনী অধিবেশনে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই রকম সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব অবশ্য আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে নূতন নয়। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব দিলে রাজনৈতিক মহল হইতে বিভক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো হইয়াছে। ইহা লক্ষণীয় যে, জেনারেল এরশাদও কিন্তু তাহার স্বৈরশাসনের আমলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

তখন সুশীল সমাজ ও রাজনীতিকরা তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে যথার্থই দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া নাকচ করিয়া দেন। কিন্তু আজ সকলকে যাহা উপলব্ধিতে লইতে হইবে তাহা হইল, এই দেশের ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের যে অতীত পরিপ্রেক্ষিত উহা বর্তমান সময়ে কতটা প্রাসঙ্গিক। দেশমাতৃকার পরাধীনতার জিঞ্জির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সচেতন ও সংগঠিত ছাত্রসমাজ জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী যে সঠিক ভূমিকা পালন করিয়াছে উহা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও জাতির ক্রান্তিলগ্নে ছাত্রসমাজের বিশেষ ভূমিকার দৃষ্টান্ত মেলে। কিন্তু স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনাইয়া আনিবার পরে রাজনীতিতে ছাত্রদের ভূমিকা পরিবর্তিত না হইবার কোন কারণ নাই। বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হইল, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে, সামরিক শাসনের আকস্মিক গ্রাস। তবে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে ধারাবাহিক সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রচলন ঘটে। কিন্তু ইহার পূর্বেই ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতিতে হিংসা ও হানাহানির যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল উহা রাতারাতি বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। বন্ধ করা সহজও ছিল না। কিন্তু সবচাইতে যাহা আশংকার, তাহা হইল পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিতে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির ধরন-ধারণ কেবল যে বদলায় নাই তাহাই নয়। যাহাদের উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কথা ছিল তাহারা সেই গুরুদায়িত্ব পালন না করিয়া বরং ছাত্রসমাজকে তাহাদের ক্ষমতার রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে এই মূল্যায়ন অবশ্য প্রবল যে, রাজনৈতিক দলের লেজুড় হিসাবে ছাত্র সংগঠনের তৎপরতা গ্রহণযোগ্য নয়। আর শিক্ষক রাজনীতি কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমে কলুষিত পরিবেশকে আরও দূষিত করিতেই ভূমিকা রাখিয়া চলিয়াছে। ছাত্রদেরকে হীন দলীয় রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করিয়া লেখাপড়ায় মনোযোগী এবং শিক্ষকদের দলাদলি বাদ দিয়া পাঠদানে মনোনিবেশ করিবার ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা রাজনীতিকদের মুখেও উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হইল, এই ধরনের কিছু সংলাপ আওড়াইবার পরও 'ঐতিহ্যের' দোহাই দিয়া ছাত্ররাজনীতি যাহাতে বন্ধ না হয় সেই ব্যাপারেও তাহাদের আগ্রহ দেখা যায়। আজকের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ছাত্রদের যে কোনভাবেই রাজনীতিতে ভূমিকা পালন কাম্য নয়, সেই কথা সকলে সবসময় সমান জোর দিয়া বলেনও না। বস্তুত ছাত্ররাজনীতি আজ তো কেবল দূষিত দলীয় রাজনীতির রক্তেও বন্দি নাই। উহার একটা বিরাট অংশ বহুকাল পূর্বেই স্রেফ টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অপরাধের বৃত্তে ঘুরপাক খাইতেছে। কোথাও কোন চেইন অব কমান্ড নাই। রাজনীতির গডফাদারদের দিকনির্দেশনায় শিক্ষাঙ্গনে ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করিতেছে। অস্ত্রের রণঝনঝন অব্যাহত।

দেশবাসী ইহা হইতে মুক্তি চায়। শিক্ষাঙ্গন হইবে কেবলই অধ্যয়ন ও জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্রবিন্দু। জাতির বড় প্রয়োজন মেধাবী নেতৃত্বের। প্রধানমন্ত্রী ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের যে প্রস্তাব দিয়াছেন উহাকে আমরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। প্রয়োজনে এমনকি এই ইস্যুতে গণভোটের আয়োজন করা যাইতে পারে। ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বর্তমানে যে পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে উহা নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া বিকল্প নাই।